কুরআন হাদীসের আলোকে

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

আবদুস শহীদ নাসিম

কুরআন হাদীসের আলোকে

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

শ প্র : ৯

কুরআন হাদীসের আলোকে

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

আবদুস শহীদ নাসিম

প্রকাশনায়
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৮৩১২৯২
প্রকাশকাল
১ম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৯৮
মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা

মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Qur`an Hadither Aloke Shikha O Gan Chorcha By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shatabdi Prokashoni Sponsored by Sayyed Abul A`la Maudoodi Research Academy, 491/1 Elephant Road, Moghbazar Dhaka-1217, Bangladesh Phone 83 12 92, Ist Edition : October 1998. Right : Author.

Price : 20. 00 only

আমাদের কথা

সভ্যতার উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বপ্রধান। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা যা-ই হোক, জ্ঞান চর্চা, শিক্ষা বিস্তার ও সাক্ষরতা অর্জনের প্রতি ইসলামই সবচে' বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামের মূল সূত্র আল কুরআন এবং সহায়ক সূত্র হাদীসে রসূল।

এ পুস্তিকায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করি এটি থেকে শিক্ষানুরাগী বিদগ্ধজন ও ছাত্র সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবেন। আর তাতেই আমাদের স্বার্থকতা।

আবদুস শহীদ নাসিম
১০/১০/৯৮

সূচিপত্র

১

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ঃ আল কুরআনের আলোকে

১. জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ তা'আলা

আল কুরআন বলে, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। সবকিছুর উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . (التوبه : ٧٨)

"তারা কি জানেনা, আল্লাহ্ তাদের গোপন কথা, গোপন সলাপরামর্শ সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে পূরোপূরি অবহিত?" [সূরা তাওবা ঃ ৭৮]

اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ - (الاحقاف : ٢٣)

"সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ তা'আলা।" [সূরা আল আহকাফ ঃ ২৩, সূরা আল মূলক ঃ ২৬]

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا - (الطلاق : ١٢)

"আর আল্লাহ্র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।" [তালাক ঃ ১২]

وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا- (الانعام : ٨٠. الاعراف : ٨٩)

"আমার প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত।" [সূরা আনআম ঃ ৮০, সূরা আ'রাফ ঃ ৮৯]

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ : (الحشر : ٢٢)

"তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি দয়াময় করুণাধার।" [সূরা হাশর ঃ ২২]

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- (النور : ١٨، ٥٨، ٥٩)

"আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।" [আন নূর ঃ ১৮, ৫৮, ৫৯]

২. আল্লাহই মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন

কুরআন বলে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি জ্ঞান দান না করলে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতো ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا- (البقرة : ٣١)

"আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন।" [বাকারা ঃ ৩১]

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

"দয়াময় মেহেরবান আল্লাহই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন।" [সূরা আর রাহমান ঃ ১-৪]

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- (العلق : ٥-٣)

"পড়ো, তোমার প্রভু বড়ই দয়াশীল। তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতোনা। [সূরা আল আলাক ঃ ৩-৫]

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ، يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ، وَمَنْ يُّؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا- وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ- (البقرة : ٢٦٩-٢٦٨)

"আল্লাহ অতি প্রশস্ত উদার মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান জ্ঞান দান করেন। আর যাকে জ্ঞান দেয়া হয়, সে বিরাট কল্যাণের অধিকারী। আর শিক্ষা লাভ করে তো কেবল তারাই যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮-২৬৯]

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِن لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ- (النمل : ٦)

"হে মুহাম্মদ! অবশ্যি তুমি এই কুরআন এক সুবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী মহান সত্তার কাছ থেকে লাভ করছো।" [সূরা আন নামল ঃ ৬]

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ- (النساء : ١١٣)

"আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন আর তুমি যা জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন।" [সূরা নিসা ঃ ১১৩]

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا- (الكهف : ٦٥)

"আর আমার পক্ষ থেকে আমি তাকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫]

وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ- (يوسف : ٦٨)

"নিঃসন্দেহে সে আমার দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিলো।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৬৮]

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ - (يوسف : ١٠١)

"আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো। আমাকে সকল কথার মর্ম উপলব্ধি করার শিক্ষাদান করেছো। " [সূরা ইউসুফ ঃ ১০১]

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا- (بنى اسرئيل : ٨٥)

"তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৫]

৩. নবীদের পাঠানো হয়েছে শিক্ষাদানের জন্য

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - (البقرة : ١٥١)

"যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে, তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা কিছু জানোনা, সেগুলো তোমাদের শিক্ষা দেয়।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً- (اسراء : ١٠٦)

"এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যেনো বিরতি দিয়ে দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর আমি এটা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।" [সূরা বনি ইসরাইল ঃ ১০৬]

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ- (البقرة : ٣٨)

"অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমদের কাছে হিদায়াত [অর্থাৎ নবী ও কিতাব] আসবে, তখন যারা আমার নবী ও কিতাবকে অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ বেদনা থাকবেনা।" [সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮]

নবীদেরকেই মানবতার প্রকৃত শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর তাদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণের শিক্ষা। নবীগণ সারা জীবন মানুষকে তাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই আদর্শ শিক্ষক ছিলেন নবীগণ আর আদর্শ শিক্ষা ছিলো তাঁদের শিক্ষা। তাঁদের শিক্ষার বাস্তব রূপ হলো আল কুরআন।

৪ জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ- (المجادله : ١١)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" [সূরা মুজাদালা ঃ ১১]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ-(الزمر : ٩)

"ওদের জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানেনা এই উভয় ধরনের লোক কি সমান হতে পারে?" [সূরা যুমার ঃ ৯]

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ- (فاطر : ٢٨)

"আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।" [সূরা ফাতির ঃ ২৮]

وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (ال عمران : ١٨)

"এবং সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকেরাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮]

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ- (النمل : ٤٠)

"কিতাবের জ্ঞান ছিলো এমন এক ব্যক্তি বললো, আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই ওটি এনে দিচ্ছি।" [সূরা আন নামল ঃ ৪০]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا- (القصص : ٨٠)

"কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা বলল ঃ তোমাদের অবস্থার জন্যে দুঃখ হয়! যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তার জন্যে তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম।" [সূরা আল কাসাস ঃ ৮০]

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ-

"জ্ঞানের অধিকারী লোকদের অন্তরে তো এগুলো উজ্জ্বল নিদর্শন।" [সূরা আনকাবূত ঃ ৪৯]

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰـهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ- (البقره : ٢٤٧)

"আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন, কারণ তাকে অঢেল মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৭]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ- (اسراء : ٣٦)

"এমন কোনো জিনিসের পিছে লেগে পড়োনা, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৬]

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ- (البقرة : ٢٣٩)

"আল্লাহ্কে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯]

৫. জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশ

قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْماً- (طه : ١١٤)

"বলো ঃ প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - (العلق : ١)

"পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল আলাক ঃ ১]

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ – (المزمل : ٢٠)

"যতোটা কুরআন সহজে পাঠ করতে পারো, পাঠ করো।" [মুজ্জাম্মিলঃ ২০]

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً– (المزمل : ٤)

"আল কুরআন পাঠ করো তরতিলের সাথে।" [সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ৪]

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– (النمل : ٩٨)

"যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।" [সূরা আন নামল ঃ ৯৮]

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ– (النحل-

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।" [সূরা আন নহল ঃ ৪৩]

وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ – (اسراء : ١٢)

"এবং তোমরা যেনো বছর ও মাসের হিসাব জানতে পারো।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১২]

৬. শিক্ষার উদ্দেশ্য

فَلَوْلاَ نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ–

"তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতপর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা [ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে] বিরত থাকতে পারে।" [সূরা আত তাওবা ঃ ১২২]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ– (ال عمران : ٧٩)

"কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবুয়্যত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯]

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا– قَالَ لَهُ مُوسٰى : هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا– (الكهف : ٦٦-٦٥)

"সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেলো, যাকে আমি আপন রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্যের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেন?" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫-৬৬]

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ– (محمد : ١٩)

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" [সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯]

وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ– (البقرة : ٢٠٣)

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২০৩]

وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلٰقُوهُ – (البقرة : ٢٢٣)

"জেনে নাও যে, তোমরা অবশ্যি আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।" [সূরা বাকারা ঃ ২২৩]

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ- (البقرة : ٢٣٣)

"এই জ্ঞানার্জন করো যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ অবশ্যি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা বাকারা ঃ ২৩৩]

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَوْلاَدُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ- (الانفال : ٢٨)

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরিক্ষার বস্তু আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে অবশ্যি বড় পুরস্কার।" [সূরা আনকাল ঃ ২৮]

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ-

"জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। উত্তম অভিভাবক তিনি আর উত্তম সাহায্যকারী।" [সূরা আনফাল ঃ ৪০]

فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلاَدِ ..... وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ- الحديد : ٢٠)

"এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।....... বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তোষ।" [সূরা আল হাদীদ ঃ ২০]

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ- (فاطر : ٢٨)

"আল্লাহ্র দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে ভয় করে।" [সূরা ফাতির ঃ ২৮]

وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ- رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ- (ال عمران : ٩-٧)

"জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে ঃ আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষাতো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে ঃ প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছো, তখন তুমি আমাদের মনে কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্রতা সৃষ্টি করে দিওনা। তোমার রহমতের ভান্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারণ প্রকৃত দাতা তো তুমিই। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কখনো ভংগ করেননা অংগীকার।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭-৯]

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ- (الجمعة : ٢)

"তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করে আর তাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।" [সূরা আল জুময়া ঃ ২]

'হিকমাহ' মানে-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ- (الحديد : ٢٥)

"আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" [আল হাদীদ ঃ ২৫]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا- (القصص : ٨٠)

"কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বললো ঃ তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে তো আল্লাহ্‌র পুরস্কারই উত্তম।" [সূরা কাসাস ঃ ৮০]

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো ঃ

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে তৈরি করা।

২. দীন তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।

৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।

৪. তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা।

৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আকাংখী হওয়া।

৭. আল্লাহ্‌কে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন।

৮. আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

৯. আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন।

১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।

১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি।

১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা।

১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ।

১৪. মানব সমাজকে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন।

১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরি মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া।

১৬. সূরা আল বাকারার ২৪৭ নম্বর আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

মোটকথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্কে জানা, আল্লাহ্র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরি করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

৭ শিক্ষা দান পদ্ধতি

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ- (الرحمن : ٤-٣)

"তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।" [সূরা আর রাহমান ঃ ৩-৪]

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا- (اسراء : ١٠٦)

"এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যেনো বিরতি দিয়ে দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর এ উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১০৬]

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ- (القيامه : ١٨)

"আমরা যখন এই কিতাব তোমার প্রতি পাঠ করি, তখন তুমি মনোযোগ সহকারে এর পাঠ অনুসরণ করো।" [সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৮]

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ- البقرة : ١٥١)

"যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে; তোমাদেরকে আল কিতাব ও

হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা কিছু জাননা, সেগুলোও তোমাদের শিখায়।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

এ যাবত যে আয়াতগুলো পেশ করা হলো, সেগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম ঃ

১. ছাত্রদের বলতে শিখাতে হবে।

২. অল্প অল্প করে পড়া দিতে হবে।

৩. পাঠাভ্যাস করাতে হবে।

৪. শিক্ষককেও পাঠ করতে হবে।

৫. সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে দিতে হবে।

৬. চিন্তা ও চরিত্র সংশোধন করতে হবে।

৭. জ্ঞান ও কর্মপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে হবে।

৮. অজানাকে জানাতে হবে।

৯. আল কুরআন শিক্ষা দিতে হবে।

১০. সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে ঃ

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى- (الاعلى : ٨)

"আমি তোমাকে সহজ পদ্ধতির সুবিধা দিচ্ছি।" [সূরা আল আ'লা ঃ ৮]

১১. জড়তামুক্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে শিখাতে হবে ঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ- (طه : ٢٨)

"প্রভু! আমার ভাষার জড়তা খুলে দাও, যাতে তারা আমার কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।" [সূরা তোয়াহা ঃ ২৮]

১২. প্রামান্য ও দর্শনীয় উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

১৩. সুসংবাদ দিতে হবে।

১৪. সতর্ক করতে হবে।

১৫. আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতে হবে এবং

১৬. প্রদীপ যেমন আলো বিতরণ করে, তেমনি শিক্ষককে অবিরত জ্ঞান বিতরণ করতে হবে ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ

بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا- (الاحزاب : ٤٦-٤٥)

"আমি তোমাকে পাঠিয়েছি প্রমাণ হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে আর আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং প্রদীপ হিসেবে।" [সূরা আল আহযাব ঃ ৪৫-৪৬]

১৭. অন্যমনস্ক ও বিরক্তির সময় শিক্ষা দেয়া ঠিক নয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিতে হবে। মনোযোগী হলেই কেবল শিক্ষা দেয়া উচিত ঃ

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى- الاعلى : ٩)

"শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকো, যতক্ষণ তা উপকারী হয়।" [সূরা আল আ'লা ঃ ৯]

১৮. ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ- (الانعام : ٥٠)

"ওদের জিজ্ঞেস করো ঃ অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি কখনো এক হতে পারে? [সূরা আল আনআ'ম ঃ ৫০]

قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ- (البقره : ١٤٠)

"ওদের জিজ্ঞাসা করো ঃ আচ্ছা, তোমরা বেশি জানো নাকি আল্লাহ্ বেশি জানেন?" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৪০]

১৯. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের সঠিক ও সন্তোষজনক জবাব দেয়া ঃ

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ-

"তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি জবাব দাও যে, তোমাদের জন্যে সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে।" [সূরা আল মায়িদা ঃ ৪]

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا- (اسراء : ٨٥)

"তোমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করছে, জীবন (Life) কি? তুমি জবাব দাও যে, 'জীবন' হলো আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। এ ব্যাপারে তোমাদের খুব কমই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৮৫]

২০. শিক্ষার্থীদের যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা,

২১. শিক্ষার্থীদের পরম কল্যাণকামী হওয়া,

২২. শিক্ষার্থীদের প্রতি পরম স্নেহশীল, কোমল ও দয়ালু হওয়া ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ الرَّحِيْمٌ -(التوبه : ١٢٨)

"তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল এসেছে। তোমাদের ক্ষতি করে এমন প্রতিটি জিনিস তার জন্যে কষ্টদায়ক। সে তোমাদের পরম কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়া পরবশ।" [তাওবা ঃ ১২৮]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (ال عمران : ١٥٩)

"এটা আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি বড় কোমল। তুমি যদি কর্কশভাষী কিংবা কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে এরা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯]

২৩. শিক্ষককে নিজের খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই শিক্ষা দিলে হবেনা। তাকে শিক্ষা দিতে হবে চিরন্তন সত্য ও সঠিক তথ্য ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى- (النَّجْم : ٣-٢)

"তোমাদের এই সাথি না কখনো সত্য থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে আর না সঠিক চিন্তা ভ্রষ্ট হয়েছে আর না সে নিজের খেয়াল খুশিমতো কথা বলে।" [সূরা আন নাজম ঃ ২-৩]

৮. শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি

১. প্রথমে আউযুবিল্লাহ্ পড়ে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চেয়ে নিতে হবে ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، (النمل : ٩٨)

"যখন কুরআন পড়বে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।" [সূরা আন নামল ঃ ৯৮]

২. অতপর বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম বলে শুরু করতে হবে ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- (العلق : ١)

"তোমার প্রভুর নামে পাঠারম্ভ করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল আলাক ঃ ১]

৩. মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে,

৪. ক্লাসে নিরবতা অবলম্বন করতে হবে ঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- (الاعراف : ٢٠٤)

"যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নিরবতা অবলম্বন করবে। সম্ভবত এতে করে তোমরা রহমত লাভ করবে।" [সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৪]

৫. না জানলে প্রশ্ন করতে হবে ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ-

"জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জানো।" [আন নাহল ঃ ৪৩]

৬. পড়ার সাথে সাথে লিখতেও হবে ঃ

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- (العلق : ٤-٣)

"পড়ো, তোমার রব বড়ই সম্মানিত। তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" [সূরা আল আলাক ঃ ৩-৪]

৭. নিজের মধ্যে পূর্ণ বুঝ ও উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে ঃ

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ- (التوبه : ١٢٢)

"তারা যেনো দীনের পূর্ণ বুঝ ও উপলব্ধি অর্জন করে।" [তাওবা ঃ ১২২]

৮. মুখের জড়তা দূর করতে হবে ঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ-(طه : ٢٨)

"আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যেনো লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।" [সূরা তোয়াহা ঃ ২৮]

৯. চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে পড়তে হবে ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوالْاَلْبَابِ- (ص : ٢٩)

"এ এক বরকতময় কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেনো লোকেরা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে আর বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। [সূরা সোয়াদ ঃ ২৯]

১০. দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে থেমে থেমে পড়া ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً- (المزمل : ٤)

"আল কুরআন পড়ো ধীরে বুঝে থেমে থেমে।" [সূরা আল মুজ্জাম্মিল ঃ ৪]

১১. শ্রবণ, দর্শন ও অনুধাবন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ- (الاعراف : ١٧٩)

"তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা ও উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা। এদের অবস্থা পশুর মতো, বরং তার চাইতে বিভ্রান্ত। এরা আসলে একেবারে অচেতন হয়ে আছে।" [আ'রাফ ঃ ১৭৯]

১২. শিক্ষকের পাঠ অনুসরণ করতে হবে ঃ

فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ- (القيامه : ١٨)

"আমরা যখনই এ গ্রন্থকে তোমার প্রতি পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠ অনুসরণ করবে।" [সূরা আল কিয়ামাহ্ ঃ ১৮]

১৩. সঠিক জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ঃ

قَالَ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا- (الكهف : ٦٦)

"মূসা বললো ঃ আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আপনি তা থেকে আমাকে শিখাতে পারেন?" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৬]

১৪. শিক্ষা গ্রহণে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়া ঃ

قَالَ سَتَجِدُوْنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا- (الكهف : ٦٩)

"মূসা বললো ঃ আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর কোনো ব্যাপারে আমি আপনার হুকুম অমান্য করবোনা।" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৯]

১৫. অধিক অধিক জ্ঞান লাভের জন্যে মহান প্রভু আল্লাহ্র কাছে অবিরত প্রার্থনা করতে হবে ঃ

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا- (طه : ١١٤)

"আর বলো ঃ প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

২

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ঃ হাদীসের আলোকে

জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন। এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি। তিনি এ মহাগ্রন্থের বাহক। তিনি এর ব্যাখ্যাতা। এ গ্রন্থের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। এ মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা দান, প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্যে তাঁকে দেয়া হয়েছে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ।

তিনি এ গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেভাবে তা প্রচার করেছেন, যেভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে তা কার্যকর করেছেন, তার বিবরণ সংরক্ষিত হয়েছে হাদীস ভান্ডারে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হলো রসূলুল্লাহর বাণী বা হাদীস।

এখানে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেকগুলো বাণী চয়ন করে দিচ্ছি। এর ফলে জ্ঞান পিপাসুরা তৃপ্তি লাভ করতে পারবেন, আর শিক্ষা গবেষকরা পথের দিশা পাবেন। পাঠকদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে সেই গ্রন্থেরও নামোল্লেখ করা হয়েছে যাতে হাদীসটি সংকলিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায় ইসলামী শিক্ষার উপর কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়নি। শুধু বংগানুবাদ করে দেয়া হলো।

১ জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্ব

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يفقه فِى الدِّيْنِ-(بخارى ومسلم)

"আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের সঠিক বুঝ জ্ঞান দান করেন।" [বুখারি, মুসলিম]

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا- (مسلم)

"সোনা রূপার খনির মতো মানুষও [বিভিন্ন প্রকারের] খনি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম [গুণ বৈশিষ্টধারী] হয়ে থাকে, দীনের সঠিক বুঝজ্ঞান লাভ করতে পারলে ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই উত্তম হয়ে থাকে।" [মুসলিম, আবু হুরাইরা]

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَاَحَقُّ بِهَا-

"জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের হারানো ধন। সুতরাং যেখানেই তা পাওয়া যাবে, প্রাপকই তার অধিকারী।" [তিরমিযি, ইব্‌নে মাজাহ]

কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে 'জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা মুমিনের হারানো ধন।'

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ-

"ইসলামের একজন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি শয়তানের কাছে হাজারো [অজ্ঞ] ইবাদত গুজারের চাইতে ভয়ংকর।" [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ- (ابن ماجه،بيهقى)

"জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ।" [ইবনে মাজাহ্, বায়হাকি]

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهٗ- (رواه رزين- مشكوة)

"দীনের জ্ঞানী ব্যক্তি কতইনা উত্তম মানুষ। তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের উপকৃত করেন, আর না এলে তিনি কারো মুখাপেক্ষী হননা।" [রিযযীন, মিশকাত]

فَضْلٌ فِىْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِىْ عِبَادَةٍ- (بيهقى)

"জ্ঞানের আধিক্য [নফল] ইবাদতের আধিক্যের চাইতে উত্তম।" [বায়হাকি ঃ আয়েশা রা]

اِنَّ خَيْرَالْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ - (رواه دارمى)

"সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা, জ্ঞানীদের মধ্যে যারা উত্তম।" [দারমি]

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ-

"কোনো বাবা মা তাদের সন্তানকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করতে পারেনা।" [তিরমিযি]

২ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের মর্যাদা

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ-
(مسلم : ابو هريره)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোনো পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্র কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব [কুরআন] পড়ে এবং নিজেদের মাঝে তার মর্ম আলোচনা করে তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে নেয় তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকূল। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারেনা।" [মুসলিম]

اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًى لِطَالِبِ الْعِلْمِ-

"ফেরেশতারা জ্ঞানান্বেষণ কারীদের জন্যে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয় [অর্থাৎ তাদের সহযোগিতা করে ও উৎসাহিত করে।" [মুসনাদে আহমদ]

مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ- (ترمذى، دارمى)

"জ্ঞান লাভে নিরত ব্যক্তি তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত বলে গণ্য হবে।" [তিরমিযি, দারমি]

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى- (ترمذى، دارمى)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে আত্মনিয়োগ করে, একাজের ফলে তার অতীতের দোষত্রুটি মুছে যায়।" [তিরমিযি, দারমি]

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ- (بخارى : عثمان)

"তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল মানুষ সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদের শিখায়।" [বুখারি ঃ উসমান রাঃ]

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَاَدْرَكَهٗ كَانَ لَهٗ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ- فَاِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهٗ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ- (دارمى)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে তা অর্জন করেছে, তার জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে নাও পেরে থাকে তবু একগুণ প্রতিদান রয়েছে।" [দারমি]

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا-

"রাতের একটি অংশ জ্ঞান চর্চা করা, সারা রাত [ইবাদতে] জাগ্রত থাকার চাইতে উত্তম।" [দারমি]

৩ জ্ঞানীদের উচ্চমর্যাদা

اِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ، وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ- (مسند احمد، ترمذى، ابو داؤد،)

"জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাঁদ তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।" [আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ]

জ্ঞানীগণ আল্লাহর সকল সৃষ্টির মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং সমস্ত সৃষ্টিই তাদের কল্যাণ কামনা করে।

জ্ঞানহীন আবেদ বা ইবাদতগুজার ব্যক্তি যথার্থভাবে মর্ম উপলব্ধি করে ইবাদত করতে পারেনা। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যথা নিয়মে মর্ম উপলব্ধি করে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। ফলে তার মর্যাদা জ্ঞানহীন ইবাদতগুজারের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে।

নবীগণ মূলত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে আসেন আর মানুষের কাছে তারা জ্ঞানই প্রচার করেন। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই নবীদের সত্যিকার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

৪ শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও শিক্ষকের মর্যাদা

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً- (رواه البخارى)

"আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হলেও মানুষকে পৌঁছে দাও।" [বুখারি]

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ،

"মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল [তার আমল নামায়] যোগ হতে থাকে। সেগুলো হলো ১. সাদাকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান [প্রচার ও শিক্ষাদান করে যাওয়া] যাতে মানুষ উপকৃত হতে থাকে ৩. এবং এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যারা তার জন্যে দোয়া করতে থাকে।" [সহীহ মুসলিম]

শিক্ষা এমন একটি জিনিস, যা বিতরণে কমেনা, বরং বাড়ে, বাড়তে থাকে। জ্ঞান যতোদিন বিতরণ হতে থাকবে, যতোদিন এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের কাছে জ্ঞান হস্তান্তর করতে থাকবে, ততোদিন পূর্ববর্তী জ্ঞান বিতরণকারীরা মরে গিয়েও

এর ফায়দা লাভ করতে থাকবেন। কারণ এ জ্ঞান তাদের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়ে এসেছে।

لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا- (بخارى، مسلم)

"দু'ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। তাদের একজন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ অর্থ সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে খরচ করবার মনোবৃত্তিও তাকে দান করেছেন। আর অপরজন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তারই ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আর মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়।" [বুখারি, মুসলিম]

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَهُوَ كَفَاعِلِهٖ- (مسلم)

"যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখায়, সে উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য।" [মুসলিম]

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَافَظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا- فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ- وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ اَفْقَهُ مِنْهُ- (ترمذى، ابو داؤد)

"আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চাইতে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়।" [তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারমি, বায়হাকি]

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ- اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْاٰخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَضْلُ هٰذَا الْعَالِمِ الَّذِىْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِى عَلٰى اَدْنَاكُمْ- (دارمى)

"হাসান বসরি [র] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাদের একজন হলেন জ্ঞানী। তিনি ফরয নামায পড়ে মানুষকে সুশিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর অপর ব্যক্তি দিনে রোযা রাখেন এবং রাত্রে নামাযে নিরত থাকেন, এদের মধ্যে কে অধিক উত্তম ও মর্যাদাবান? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি যে ফরয নামায পড়ে মানুষকে সুশিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করে, সে রাত দিন নামায রোযায় নিরত ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় এতোটা উত্তম ও মর্যাদাবান, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর] মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি।"

اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ اَوْ وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ مُصْحَفًا اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِىْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحِقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ - (ابن ماجه، بيهقي)

"মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমল নামায় যোগ হতে থাকবে, সেগুলো হলো ঃ ১. কল্যাণকর জ্ঞান যা সে শিক্ষা করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার প্রসার ও বিস্তার করে গেছে, ২. সৎ সন্তানের [দোয়া ও সৎ কাজ] যাকে সে পৃথিবীতে রেখে গেছে, ৩. কোনো গ্রন্থ রচনা করে তাকে নিজের শিক্ষাদান কাজের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেছে, ৪. নির্মাণ করে গেছে কোনো মসজিদ, ৫. বানিয়ে গেছে কোনো সাধারণ পান্থনীড়, ৬. ব্যবস্থা করে গেছে মানুষের জন্যে পানির, ৭. অথবা সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় করে গেছে কোনো দান, এসবগুলোর সওয়াবই পৌঁছতে থাকবে তার কাছে মৃত্যুর পরেও।" [ইবনে মাজাহ, বায়হাকি]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ، اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اللّٰهَ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ، وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ- (دارمى)

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রা] থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে এসে দু'টি মজলিশ দেখতে পেলেন। তাদের দেখে তিনি বললেন ঃ উভয় মজলিশের লোকেরাই ভালো কাজে লিপ্ত রয়েছে। তবে একটি মজলিশ অপরটির চাইতে উত্তম। এই যে মজলিশটি দোয়া প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি প্রকাশ করছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের দান করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু এই যে অপর দলটি, এরা জ্ঞানার্জন করছে এবং জ্ঞানহীনদের শিক্ষা দান করছে, এরা ওদের চাইতে উত্তম। আমিও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।" অতপর তিনি এ মজলিশেই বসে পড়লেন। [দারমি]

هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا، ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ، وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ، يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهٗ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَةً- (بيهقى)

"তোমরা কি জানো সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? উপস্থিত লোকেরা বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সর্বাপেক্ষা বড় দাতা হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা আমি। আমার পর বড় দাতা হবে সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান শিক্ষা করবে এবং মানুষের মাঝে তা বিস্তার করবে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা তিনি বলেছেন একটি উম্মতের বেশে উঠে আসবে।" [বায়হাকি]

এ হাদীসগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান চর্চা করা, জ্ঞান বিতরণ করা এবং জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে পরম উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং চরম তাকিদ করেছেন।

৫ শিক্ষার উদ্দেশ্য

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ-

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপিলিকা এবং পানির মৎস পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা দান করে।" [তিরমিযি]

اِنَّ رِجَالاً يَاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا- (ترمذى)

"বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ছুটে আসবে দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদের কল্যাণকর উপদেশ [শিক্ষা] দান করবে।" [তিরমিযি]

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (مسند احمد-ابو داؤد ابن ماجه : ابو هريره)

"যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করবেনা।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ-

"প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই [কুরআন সুন্নাহর] এই জ্ঞানকে বহন করবে। তারা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ লোকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিদূরিত করবে।" [বায়হাকি]

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ- (دارمى)

"ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মাঝে পার্থক্য হবে মর্যাদার একটি মাত্র স্তর।" [দারমি ঃ হাসান বসরি থেকে]

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ- (دارمى و دار قطنى : عبد الله بن مسعود)

"তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা দীনের বিধি বিধান ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো। তোমরা কুরআন শিখো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো।" [দারমি]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসগুলো থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। হাদীসগুলোর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. মানব কল্যাণ ।
২. সুশিক্ষা বিস্তার।
৩. আল্লাহ্কে জানা ও আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন।
৪. আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায় জানা।
৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা ও শিক্ষা সংস্কার করা।
৬. ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করা।
৭. কর্তব্য পরায়ণ হওয়া।
৮. কুরআনের আলো বিস্তার।

৬ শিক্ষার কুউদ্দেশ্য/সংকীর্ণ উদ্দেশ্য

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো হলো, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক পরিচয় অবগত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় জানা, পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজে নেয়া এবং মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ সাধন। এটা শিক্ষার উদার উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ উদ্দেশ্যও থাকে। এটাকে কুউদ্দেশ্যও বলা যেতে পারে। এ কুউদ্দেশ্য বা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ- (دارمى)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী হবে সেই জ্ঞানী, যে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।" [দারমি]

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ- (ترمذى، ابن ماجه)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের সাথে কুতর্কে লিপ্ত হবার জন্যে, কিংবা মূর্খদের বিভ্রান্ত করার জন্যে, অথবা জনগণকে নিজের ব্যক্তি সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে জ্ঞান শিক্ষা করে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" [তিরমিযি, ইব্‌নে মাজাহ]

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُصِبَ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (مسند احمد، ابو داؤد،

"যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবেনা।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ- (احمد-ترمذى-ابو داؤد- ابن ماجه)

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে জ্ঞান রাখলো, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হবার পর তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।" [আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِ- (مسلم)

"কিয়ামতের দিন অতপর বিচারের জন্যে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করা হবে, যে জ্ঞান শিক্ষা করেছে এবং মানুষকে শিক্ষা দান করেছে তাছাড়া কুরআনও পড়েছে। আল্লাহ্ পৃথিবীতে যেসব অনুগ্রহ তার প্রতি করেছিলেন সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সেগুলো স্মরণ করবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছিলে? সে বলবেঃ আমি জ্ঞানার্জন করেছি, মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমাকে খুশি করবার জন্যে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যে বলছো। তুমিতো জ্ঞান চর্চা করেছো এ জন্যে, যেনো মানুষ তোমাকে জ্ঞানী বলে। আর কুরআন পড়েছো এজন্যে, যেনো লোকেরা তোমাকে কুরআনের পন্ডিত বলে। এসব কথা মানুষ তোমাকে বলেছে [এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে]। অতপর তাকে নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [মুসলিম]

এই হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম শিক্ষার সংকীর্ণ ও কুউদ্দেশ্য কি কি? হাদীসের আলোকে শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. উদ্দেশ্যহীন নিষ্ফল শিক্ষা অর্জন করা।

২. মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

৩. শিক্ষার সঠিক ধারাকে ব্যাহত করা।

৪. নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করা।
৫. পার্থিব স্বার্থ অর্জন করা।
৬. খ্যাতি লাভের প্রবণতা।
৭. শিক্ষা বিস্তারে কার্পণ্য করা।

৭ ভাল ছাত্রের বৈশিষ্ট

لَن يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ – (ترمذى : ابو سعيد الخدرى)

"মুমিন জ্ঞান ও কল্যাণের কথা যতোই শুনে তৃপ্ত হয়না। এই অতৃপ্ত অবস্থাতেই সে জান্নাতবাসী হয়।" [তিরমিযি ঃ আবু সায়ীদ খুদরি]

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ : مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا– (بيهقى : انس)

"দুই পিপাসু কখনো তৃপ্তি লাভ করেনা। একজন হলো জ্ঞান পিপাসু, সে যতোই জ্ঞান লাভ করুক, তৃপ্ত হয়না। আরেকজন হলো সম্পদ পিপাসু, সেও যতোই লাভ করে তৃপ্ত হয়না।" [বায়হাকি ঃ আনাস]

قَالَ اَىُّ عِبَادِكَ اَعْلَمُ قَالَ الَّذِىْ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ يَجْتَمِعُ عِلْمَ النَّاسِ اِلٰى عِلْمِهٖ–

"দাউদ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্! তোমার কোন্ বান্দাহ সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক জ্ঞানী হলো সে, যার জ্ঞান পিপাসা মেটেনা, যে সব মানুষের জ্ঞান সংগ্রহ করে এনে নিজ জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করে।" (যাদে রাহ)

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللّٰهِ وَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةً لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهٖ وَنَجَاةً لِمَنْ تَبِعَهُ– (حاكم)

"কুরআন হলো আল্লাহ্র রজ্জু, অনাবিল আলো, নিরাময় দানকারী এবং উপকারী বন্ধু। যে তাকে শক্ত করে ধরবে তাকে সে রক্ষা করবে। যে তাকে মেনে চলবে, তাকে সে মুক্তি দেবে।" [হাকিম ঃ ইবনে মাসউদ]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে, তারাই হলো উত্তম ছাত্র যারা ঃ

১. জ্ঞানের কথা যতোই শুনে অতৃপ্ত থেকে যায়। যতোই শিক্ষা লাভ করে, ততোই তাদের আরো শিখবার উদগ্র কামনা জাগ্রত হয়।

২. মধু মাছি যেমন ফুলে ফুলে বসে মধু আহরণ করে, তারাও তেমনি জ্ঞানীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে।

৩. প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কুরআনকে অনুধাবন করে, আঁকড়ে ধরে এবং অনুসরণ করে।

৮ শিক্ষাদান পদ্ধতি

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ- (بخارى : انس)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন, তখন তিনি [কোনো কোনো কথা] তিনবার পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন, যাতে করে শ্রোতারা তা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে।" [বুখারি ঃ আনাস]

مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهُ،

"জানা না থাকা সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে কাউকেও মত দেয়া হয়ে থাকলে, সে কাজের পাপ মত প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইকে এমন কোনো পরামর্শ দিলো, যে সম্পর্কে সে জানে যে, সঠিক ব্যাপার অন্যটি, তবে সে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করলো।" [আবু দাউদঃ আবু হুরাইরা]

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ- (ابو داؤد : معاويه رض)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করতে এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।" [আবু দাউদ ঃ মুয়াবিয়া]

اٰفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ وَاِضَاعَتُهُ اَنْ تُحَدِّثَ بِهٖ غَيْرَ اَهْلِهٖ-(دادمى)

"জ্ঞানের আপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর যারা যে জ্ঞানের যোগ্য নয়, তাদের কাছে সে বিষয়ে কথা বলা মানে জ্ঞান নষ্ট করা।" [দারমি]

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : يَاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَالاَ تَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ- (بخارى- مسلم)

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা কেবল জানা বিষয়েই বলবে। আর যে বিষয়ে জানবেনা সে বিষয়ে বলবে ঃ আল্লাহ্ই অধিক জানেন। কেননা 'আল্লাহ্ই অধিক জানেন' একথা বলাটাই তোমার জ্ঞান।" [বুখারি, মুসলিম]

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا- (بخارى، مسلم)

"আমরা বিরক্ত হতে পারি এ আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে বিরতি দিতেন।" [বুখারি, মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ]

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَن يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَن يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَئٌ- (مسلم : جرير بن عبد الله)

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম আদর্শ স্থাপন করবে, তার জন্যে সে কাজের প্রতিদান রয়েছে। তার পরে যারা সে কাজ করবে, সে জন্যেও সে প্রতিদান লাভ করবে, এতে তাদের প্রতিদান কমানো হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে কাজের পাপ তার ঘাড়েই

পড়বে। পরবর্তীতে যারা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে তাদের সে কর্মের পাপও তার ঘাড়ে পড়বে, এতে তাদের পাপও কমানো হবেনা। [মুসলিম]

এই হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে ঃ

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাই শিক্ষা দিতেন, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তিনবার বলতেন।

২. অজ্ঞতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করা যাবেনা। অসত্য তথ্য দিয়ে প্রতারণা করা যাবেনা।

৩. বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করা যাবেনা।

৪. অযোগ্যদের কাছে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জ্ঞান সরবরাহ করা ঠিক নয়।

৫. শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিরতি জরুরি। বিরক্তি উদ্রেক করা যাবেনা।

৬. শিক্ষককে শিক্ষার অনুসরণ করে নিজেই বাস্তব শিক্ষায় পরিণত হতে হবে।

৩

রসূলুল্লাহ্‌র শিক্ষাদান পদ্ধতি

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের নিকট যে শিক্ষা নাযিল করেছেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সেরা মানব দল তৈরি করেছেন, রসূল নিজেই ছিলেন তার শিক্ষক। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে মানব জাতির শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন ঃ

– بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" [দারমি]

রসূলের শিক্ষা দানের ধারা পদ্ধতি

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেই একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। হাদীস থেকে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তা কুরআন থেকে লাভ করা ধারণাকে ব্যাপক প্রশস্ত করে। আমরা খুঁটিনাটি আলোচনা পরিহার করে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কুরআন হাদীস ভিত্তিক একটি মৌলিক তথ্য এখানে পেশ করছি। প্রথমেই তাঁর শিক্ষা দান সংক্রান্ত বিখ্যাত আয়াতটি পেশ করছি। আয়াতটি কুরআনের একাধিক স্থানে পুণরুল্লেখ হয়েছে ঃ

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- (البقره : ١٥١)

"যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত করে। তোমাদের আল কিতাব শিক্ষা দেয়, কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতেনা তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।" [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১]

এ আয়াত থেকে আমরা রসূলের শিক্ষাদান পদ্ধতির যে মৌলিক দিকগুলো লাভ করি, সেগুলো হলো ঃ

ক. তিনি কুরআন পাঠ করে শুনাতেন ঃ যেহেতু কুরআন লিখিত আকারে নাযিল হয়নি, তাঁকে অবশ্যি পাঠ করে শুনাতে হতো। এটা শুনানের জন্যই শুনানো ছিলনা। মূলত এটা ছিলো তাঁর পাঠদান।

খ. তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করতেন ঃ অর্থাৎ তাদের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও চিন্তা চেতনার মধ্যে তাওহীদি ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব ভ্রান্তি ছিলো, সেগুলো সংশোধন করে দিতেন। শুধু তাই নয়, সেই সাথে তাদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতেন। আর কেবল পরিশুদ্ধির কাজই তিনি করেননি, সেই সাথে তাদের আত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক প্রতিভাসমূহকেও তিনি পূর্ণ বিকশিত করে দিয়েছেন।

গ. আল কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন ঃ আল কিতাব মানে আল কুরআন। অর্থাৎ তিনি তাদের পরিশুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের জন্যে যে কাজ করেছেন, তা করেছেন তাদেরকে আল কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে। এ মহা গ্রন্থই সংস্কার সংশোধন ও মানব প্রতিভা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ।

ঘ. তাদেরকে কর্মকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন ঃ কুরআনে হিকমাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হিকমাহ মানে কর্মকৌশল, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বাস্তবায়নের দক্ষতা ও কৌশল। অর্থাৎ নবী কুরআন তথা অহীর মাধ্যমে তাঁর সাথিদেরকে যেসব শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী প্রদান করতেন, সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্যকর করার যোগ্যতা, দক্ষতা এবং কর্মকৌশলও তাদের শিক্ষা দিতেন। সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈষয়িক জীবনের সকল দিক

ও বিভাগ পরিচালনার দক্ষতা সৃষ্টি কর্মকৌশল বা হিকমাহ শিক্ষা দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৬. যা তারা জানতোনা তাও তাদের শিক্ষা দিতেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের মধ্যে আগমন করেছিলেন, তারা ছিলো অসভ্য, কুসংস্কারে বিশ্বাসী। চালচলন ছিলো নোংরা অপরিচ্ছন্ন। সদাচার তারা জানতোনা। পবিত্রতার ধার ধারতোনা। উত্তম সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক তারা ছিলোনা। রসূল তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা দেন। সুন্দর অমায়িক আচার আচরণ শিক্ষা দেন। পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেন। এভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন।

এ হলো রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি দিক। এ দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যারা বিশ্বমানবতাকে শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে চিরন্তন কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে চাইবেন, রসূলে করীমের এই শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে তাদের জন্যে বিরাট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

শিক্ষকের দায়িত্ব

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, রসূলের শিক্ষকতা পৃথিবীর প্রচলিত শিক্ষকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পৃথিবীর সাধারণ শিক্ষকরা শুধু জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার [Transfar] দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, রসূলের অবস্থা তা নয়। তিনি জ্ঞান দান করতেন এবং সাথে সাথে জ্ঞানের ভিত্তিতে আত্মা, মন ও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাঁর ছাত্রদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ ও পরিগঠিত করে তোলেন। তিনি শুধু জ্ঞানের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যাই প্রদান করতেননা। বরং সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার আলোকে বিনির্মানের কাজও করতেন। এর কারণ, তাকে যে শিক্ষা নিয়ে পাঠানো হয়েছে তা শিক্ষাদান ও বাস্তবায়ন উভয় দায়িত্বই তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল ঃ

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ– (توبه : ٣٣)

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রসূলকে সঠিক পথের শিক্ষা ও সত্য জীবন যাপনের বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যেন তা সে অন্য সকল বিধানের উপর বিজয়ী করে দেয়।" [সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩]

যেহেতু আদর্শের শিক্ষাদান ও তা বাস্তবায়ন এই উভয় দায়িত্বই নবীর উপর

অর্পিত হয়েছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে লোক তৈরি করতে হয়েছিল। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল জ্ঞান Transfar করাই নয়, বরং জ্ঞানের আলোকে লোক তৈরি করাও তার সমান দায়িত্ব।

শিক্ষকের প্রস্তুতি

শিক্ষা দানের জন্যে শিক্ষকের প্রথম কাজ হলো নিজের প্রস্তুতি। আর রসূল যেহেতু জ্ঞান এবং জ্ঞানের বাস্তবরূপ অর্থাৎ চরিত্রেরও শিক্ষক ছিলেন, সে জন্যে উভয় প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণও ছিলো তাঁর জন্যে অপরিহার্য। শুধু প্রস্তুতিই নয়, বরং শিক্ষককে তো হতে হবে মডেল। জ্ঞানের দিক থেকে পরিপূর্ণ বুঝ এবং চরিত্রের নিখুঁত পূর্ণতা শিক্ষকের জন্যে অপরিহার্য। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন কিয়ামত পর্যন্তকার গোটা বিশ্বমানবতার মূল শিক্ষক, সে জন্যে তাঁর প্রস্তুতিরও প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক। আর বাস্তবেও তাঁর উভয় প্রকার প্রস্তুতিতে কোনো প্রকার ঘাটতি ছিলোনা। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি দোয়া করতেন ঃ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا – (طٰهٰ : ١١٤)

"প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান করো।" [সূরা তোয়াহা ঃ ১১৪]

জ্ঞানের প্রতি তাঁর এতোই আকর্ষণ ছিলো যে, যখনই অহী নাযিল হতো, তিনি তা দ্রুত মুখস্ত করে নেয়ার জন্যে ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তে থাকতেন। এমন কি তাঁর এ অবস্থাকে অহীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ – (القيامه : ١٦)

"অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্যে তোমার যবানকে আন্দোলিত করোনা।" [সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬]

তবে অধ্যয়নের ব্যাপারে আসমানি তাকীদ অব্যাহত ছিলো ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا– (المزمل : ٤)

"কুরআন পাঠ করতে থাকো ধীরে সুস্থে।" [সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ৪]

اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ– (العنكبوت : ٤٥)

"তোমার কাছে প্রেরিত কিতাব পাঠ করতে থাকো।" [আনকাবূত ঃ৪৫]

গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন পূর্ণমাত্রায়। স্বয়ং তাঁর প্রভু তাঁর প্রস্তুতির স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ- (المزمل : ٢٠)

"তোমার প্রভু জানেন, তুমি কখনো রাতের দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধরাত, আবার কখনো রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাকো।" [সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০]

রসূল কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন?

রসূলে করীমের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়, প্রভাবশীল ও কার্যকর। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

এক. মৌখিক পদ্ধতি,

দুই. বাস্তব পদ্ধতি।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا- (الاحزاب : ٤٥)

"আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।" [সূরা আহযাব ঃ ৪৫]

এ আয়াতে নবীর শিক্ষা দান ও শিক্ষা প্রচারের পদ্ধতির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি শিক্ষা দিতেন ঃ

ক. নিজেকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে,

খ. সুসংবাদ দানের মাধ্যমে,

গ. সতর্ক করার মাধ্যমে,

ঘ. আহ্বান করার মাধ্যমে,

ঙ. যে উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করছেন, নিজেকে তার মূর্তপ্রতীক ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে পেশ করার মাধ্যেমে।

এখানে 'ক' ও 'ঙ' পয়েন্ট থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, নবী যে শিক্ষা প্রদান করতেন, নিজেকে তার বাস্তব সাক্ষী ও মূর্তপ্রতীক হিসেবেও পেশ করতেন। আর এটাই ছিলো তাঁর শিক্ষাদানের সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতি।

ক. শিক্ষা দানের বাস্তব পদ্ধতি

শিক্ষাদানের বাস্তব পদ্ধতিকে চারিত্রিক পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। নবী তাঁর সাথিদেরকে সারা জীবনে এমন একটি কথাও শিক্ষা দেননি, যেটি তিনি নিজের জীবন ও চরিত্রে বাস্তবায়ন করেননি। বরঞ্চ তিনি তাদের যা কিছু মৌখিক শিক্ষা দিতেন, সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখিয়ে দিতেন। আর এটাই ছিলো তাদের জন্যে সবচাইতে বড় শিক্ষা। মূলত জ্ঞান হলো বিশ্বাস বা ঈমান। আর জ্ঞানের বাস্তবরূপ 'আমলে সালেহ'। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ছিলেন জ্ঞান ও ঈমানের শিক্ষক আর অপর দিকে ছিলেন আমলে সালেহ্‌র মূর্তপ্রতীক। তাঁর সাথিরা তাঁর কাছে শুনে শুনে মৌখিক [Theoritical] জ্ঞানার্জন করতো আর তাঁর জীবন ও চরিত্র দেখে দেখে বাস্তব [Practical] শিক্ষা গ্রহণ করতো। তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু বলেছেন ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ-

"তোমরা সেভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো।"

এক কিশোরের মা তাঁর কাছে এসেছিল তার সন্তানকে মিষ্টি বেশি না খাবার উপদেশ দিতে। কিন্তু তিনি এ উপদেশ দেবার জন্যে সময় চেয়ে নেন। অতপর তিনি নিজের মিষ্টি খাবার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কিছুদিন পর কিশোরটিকে মিষ্টি কম খাবার উপদেশ দেন।

তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে এলে তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাদের বলে দেন, তাঁর জীবন ছিলো কুরআনেরই বাস্তবরূপ। এজন্যেই তিনি বলেছিলেন ঃ

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ- (موطأ امام مالك)

"উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।" [মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক]

আর তিনি যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন, সে স্বীকৃতি স্বয়ং তাঁর প্রভুই তাকে দিয়েছেন ঃ

وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ- (القلم : ٤)

"তুমি অবশ্যি নৈতিক চরিত্রের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।" [সূরা ক্বলম ঃ ৪] সাথিদের সামনে উচ্চ নৈতিক চরিত্র পেশ করার মাধ্যমেই তিনি তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দান করেছিলেন, তাদের মন জয় করেছিলেন এবং তাদেরকেও আদর্শ মানবদল হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেবল মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা।

খ. মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদরা শিক্ষাদানের যতো প্রকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথিদেরকে এসব পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদান করতেন। বরং তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো আরো প্রশস্ত ও কার্যকরী। আমরা এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক দিক তুলে ধরবো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বলতেন। প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন। কথা অনর্গল বলে যেতেননা, প্রতিটি শব্দ ও বাক্য পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতেন। তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন তখনো এভাবেই পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বিরতি দিয়ে দিয়ে শিক্ষা দিতেন। অনবরত উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করে যেতেননা। তাঁর বক্তব্য শোনা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। আর এটা ছিলো তাঁর প্রতি কুরআনেরই নির্দেশ ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا- (بنى اسرائيل : ١٠٦)

"এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি বিরতি দিয়ে দিয়ে তা লোকদের শুনাও এবং এ গ্রন্থকে আমরা ক্রমশ নাযিল করেছি।" [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১০৬]

এ প্রসংগে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। জনৈক তাবিয়ী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ প্রতি বিষ্যুদবারে লোকদের শিক্ষা প্রদান করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রতিদিন শিক্ষা প্রদানের অনুরোধ করেন। এর জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমাদের বিরক্তির আশংকায় এ কাজ থেকে আমি বিরত রয়েছি ঠিক সেভাবে, যেভাবে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্তি উদ্রেক হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।

অপর এক হাদীসে ইবনে আব্বাস [রা] বলেন, সাপ্তাহে একবার উপদেশ দান করো, অথবা দুইবার কিংবা খুব বেশি করলে তিনবার। [বুখারি]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। শ্রোতাদের ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতেন। কারো সাধ্যের বাইরে তাকে কোনো কাজ বা দায়িত্ব দিতেননা। তিনি তাঁর সাথিদের বলতেন ঃ

عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلَاثًا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ-

"মানুষকে শিক্ষাদান করো এবং লোকদের সামনে সহজ করে পেশ করো [কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন]। আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে তখন চুপ থাকবে।" [আদাবুল মুফরাদ ঃ ইবনে আব্বাস]

তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণ। তিনি কখনো তাঁর সাথিদেরকে নিরাশ করতেননা। তাদের অকল্যাণ হবে এমনসব ব্যাপারে তাদেরকে সবসময় সতর্ক করতেন। তিনি তাঁর সাথিদেরকেও বলতেন, মানুষকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিওনা। একটু আগে সূরা আহযাবের পঁয়তাল্লিশ আয়াতেও আমরা দেখেছি, আল্লাহ্ তাঁকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছেন।

বক্তব্য পেশ করার আগে তিনি শ্রোতাদের মনোযোগ পূরোপুরি আকৃষ্ট করে নিতেন। এ জন্যে আবার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কখনো ব্যক্তির নাম

ধরে ধরে সম্বোধন করতেন। কখনো কোনো সতর্ককারী বক্তব্য উচ্চারণ করতেন। কখনো একটি কথা একাধিক বার [Repeat] করতেন।

কখনো পারস্পরিক কথপোকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। কখনো শিক্ষা দিতেন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে। অবার কখনো শিক্ষা দিতেন বক্তৃতার মাধ্যমে। কখনো একটি সম্বোধন বা শব্দ উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। শ্রোতারা পরবর্তী কথাটি শুনার জন্যে গভীর আকর্ষণের সাথে মনোযোগ নিবদ্ধ করতো। অতপর তিনি মূল বক্তব্য পেশ করতেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মানুষের কাছে দীনের শিক্ষা পেশ করতেন। আর এভাবে পেশ করার নির্দেশই তাঁর প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন ঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-

"তোমার প্রভুর পথে মানুষকে ডাকো বিজ্ঞতার সাথে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায়।" [সূরা আন নহল ঃ ১২৫]

সমাপ্ত